ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটাই মিথ্যে, দাবি যোগীর

লখনউ, ১৪ নভেম্বর ঃ নিজের অভিধানে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটিকে জায়গা দিতে চান না উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। উলটে তিনি মনে করেন, স্বাধীনতার পর দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো মিথ্যে হল ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি এবং এই শব্দটি নিয়ে যাঁরা মাতামাতি করছেন, তাঁদের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত। আজ রায়পুরে একটি সংবাদপত্র গোষ্ঠী আয়োজিত সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনাচক্রে তাঁর বক্তৃতায় যোগী বলেন, ‘কোনো শাসন ব্যবস্থাই ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না।’ কারণ তাঁর মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি নিরপেক্ষ হতে পারে। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না। যোগীর এই মন্তব্যের কথা জানার পর তাঁকে কটাক্ষ করে কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী কপিল সিবাল বলেছেন, ‘যোগীর মন্তব্যই একটা বড়ো মিথ্যে।’ তিনি বলেন, ‘সংবিধানে লেখা আছে, ভারত একটি ‘সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক দেশ।’ কংগ্রেস নেতার দাবি, হিন্দুত্বের নামে নানা মিথ্যাচার করে যোগী সহ গোটা বিজেপি দল যা করছে, তা মানুষ মেনে নেবেন না। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী রায়পুরের আলোচনাচক্রে প্রতিবেশী পাকিস্তানকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি।

লস্কর নিশানায় যোগীর রাজ্য

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর ঃ পঞ্জাবের পাঠানকোটের ধাঁচে উত্তরপ্রদেশে হামলার ছক কষছে লস্কর–ই–তৈবা। এক গোয়েন্দা রিপোর্টে জানানো হয়েছে রাজ্যের হিন্দন বিমানঘাঁটিতে হামলা চালাতে পারে লস্কর জঙ্গিরা। এজন্য কাশ্মীরে ৬–৭ জনের একটি দল তৈরি করেছে তারা। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার দাবি, জম্মু–কাশ্মীরে সেনা অভিযানের জেরে অনেকটাই কোণঠাসা জঙ্গি সংগঠনগুলি। তাই মরিয়া হয়েই পালটা আঘাত করার চেষ্টা করছে তারা। বায়ুসেনার মধ্যভারতের বিমানঘাঁটিগুলির মধ্যে গাজিয়াবাদের হিন্দন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকে খুব কম সময়ে পাকিস্তান ও চিন সীমান্তে পৌঁছোনো সম্ভব। তাই হিন্দনকে নিশানা করার চেষ্টা করছে লস্কর। রিপোর্টে জানানো হয়েছে, পাঠানকোটের মতো এক্ষেত্রেও ভোরবেলা হামলা চালাতে পারে জঙ্গিরা।

উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম-বিশ্বস্ত ভারত বিখ্যাত ডাক্তার ও India No 1 Topmost best Sex চিকিৎসা।
সহবাসে অক্ষমতা, স্বপ্নদোষ, ক্ষুদ্রলিঙ্গ ধাতু পাতলা, শীঘ্রপতন ১০০% গ্যারান্টি সুচিকিৎসা
৭০ বছরেও ভরপুর যৌবন শক্তি-সেই আগের মত
No side Effect প্রথম দিন থেকেই কাজ শুরু - অল্প খরচে
AMERICAN লিঙ্গ বর্ধক যন্ত্র ও তেল যা ব্যবহারে লিঙ্গ 7-10 ইঞ্চি লম্বা, মোটা ও শক্তিশালী হয় সেক্স টাইম 30-40 মি. বাড়ে
আনন্দ হার্বাল™
শিলিগুড়ি-হিলকার্ট রোড, SBI বিল্ডিং-এর পাশে
7479334069/ 8158817822

সব বিজ্ঞাপন দেখুন, তারপর সঠিক সিদ্ধান্ত নিন।
চিকিৎসা করাতে হলে ডাক্তারের নাম দেখে চিকিৎসা করান
সুচিকিৎসার জন্য ভেলোর, চেন্নাই বা কলকাতাতে ছুটতে হবে না
আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ
"প্রিন্সিপ্যাল আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল অফিসার"
ডাঃ সুপ্রকাশ কুন্ডু
১৭ বছর ধরে লক্ষাধিক রোগী উপকৃত
নার্ভের দুর্বলতা, কিডনি, লিভার, বাত, সোরাইসিস, শ্বেতী ও অন্যান্য চর্মরোগ, অর্শ, চুল, পেটের রোগ, হাঁপানি, স্ত্রীরোগ, বন্ধ্যাত্ব, শীঘ্রপতন, লিঙ্গ শিথিলতা/ক্ষুদ্রতা সব যে কোনো
যৌন সমস্যার ১০০% সুচিকিৎসা
স্থান : আত্রেয় আয়ুর্বেদ
তেঁতুলতলা মোড়, বিশ্বসিংহ রোড, কোচবিহার
☎ 98324 40355 / 03582 226995
ফোনে যোগাযোগ করে আসুন

শিশু দিবসের অনুষ্ঠানে মেতেছে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন কচি–কাঁচারা। মুম্বইয়ে পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

দুটি ছবি বাদ, ইস্তফা সুজয়ের

পানাজি, ১৪ নভেম্বর ঃ আর একসপ্তাহের মধ্যেই গোয়ায় শুরু হচ্ছে ৪৮তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (ইফি)। তার আগেই ইফি–র ইন্ডিয়ান প্যানোরমা বিভাগে জুরি–প্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন পরিচালক সুজয় ঘোষ। ইস্তফার কারণ না জানালেও তিনি যে জুরি বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরে গিয়েছেন তা স্বীকার করেছেন।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় সিনেমা দেখানোর তালিকাটি ১৩ সদস্যের জুরি বোর্ডই চূড়ান্ত করে থাকে। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রকের তরফে শুধু তালিকাটি ঘোষণা করা হয়। এবার এই ঘোষণার পরই বিপত্তি দেখা দিয়েছে। জুরি বোর্ডের মনোনীত চূড়ান্ত তালিকার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত তালিকার কোনো মিল নেই। উদ্‌বোধনী ছবি হিসেবে জুরি বোর্ড মারাঠি ‘নুড’ছবিটিকে রেখেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ফিচার ও নন ফিচার ছবি প্রদর্শনের ঘোষিত তালিকায় ‘নুড’–কে রাখা হয়নি। তার পরিবর্তে এসেছে বিনোদ কাপুরের হিন্দি ছবি ‘পিহু’। বাদ দেওয়া হয়েছে মালায়ালম ছবি ‘এস দুর্গা’–ও। সূত্রের খবর, দুটি ছবিই ইন্ডিয়ান প্যানোরমার নিয়মাবলি মেনেই তালিকায় রাখা হয়েছিল। কোনো কারণ না দেখিয়েই তালিকা থেকে ছবি দুটি বাদ দেওয়ায় ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে বিভিন্ন মহলে। জুরিদের একাংশের বক্তব্য, কেন্দ্র ছবিগুলি প্রদর্শনের অনুপযোগী মনে করলে কারণ উল্লেখ করা উচিত ছিল।

নারী বিদ্বেষিমূলক ‘এস দুর্গা’–র প্রথমে নামকরণ করা হয়েছিল ‘সেক্সি দুর্গা’। ছবির টাইটেল নিয়ে সেন্সর বোর্ড আপত্তি করায় পরিচালক দুর্গা শব্দটির আগে আদ্যক্ষর হিসেবে শুধু এস অক্ষরটি রাখেন বলে জানিয়েছেন। ছবির নির্মাতা আরও জানিয়েছেন, বোর্ডের নির্দেশে ২১টি শব্দ মিউট করা হয়েছে। একাধিক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি প্রদর্শনের পাশাপাশি বহু পুরস্কারও জিতে নিয়েছে পরিচালক সনল শশীধরনের ‘এস দুর্গা’। রবি যাদবের পরিচালনায় ‘নুড’–এ আর্ট স্কুলের মডেলের জীবন–দ্বন্দ্ব তুলে ধরা হয়েছে। সেন্সর বোর্ড দুটি ছবিকেই ছাড়পত্র দিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। টুইটারে এক জুরি সদস্যের মন্তব্য, ‘এস দুর্গা’ ও ‘নুড’ সেরা সমসাময়িক ফিলম। আজকের ভারতে দুটি ছবিই যথেষ্ট সাহসী এবং প্রাসঙ্গিক।’ সুজয় ঘোষ মুখ না খুলে ইস্তফাতেই তাঁর নিঃশব্দ প্রতিবাদ জানিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

নেতা হিসেবে সোনিয়াই এগিয়ে

ঘোষণা ইয়েচুরির

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর ঃ কিছুদিন আগেই কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে বিজেপির মোকাবিলায় কংগ্রেসের হাত ধরা নিয়ে বিস্তর টানাপোড়েন হয়েছে। দল সেব্যাপারে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি বটে, কিন্তু সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির মত দলের চার দেওয়ালের অন্দরে আটকে থাকেনি। সিপিএমের ভিতরে–বাইরে সকলেই জানেন, ইয়েচুরি হলেন বিজেপি–বিরোধী লড়াইয়ে কংগ্রেসকে সঙ্গে নেওয়ার তত্ত্বের জোরালো প্রবক্তা। কংগ্রেসের স্বৈরাচারী ইতিহাস এবং উদার অর্থনৈতিক নীতির প্রতি কংগ্রেসের আনুগত্য সত্ত্বেও ইয়েচুরি মনে করেন, ধর্মনিরপেক্ষতার ইশ্যুতে কংগ্রেসের সঙ্গ ছাড়া কোনো লড়াইই সম্ভব নয়। আর এই ইশ্যুতে তিনি নেতা হিসেবে রাহুল গান্ধির তুলনায় সোনিয়া গান্ধিকেই এগিয়ে রাখছেন।

আর কিছুদিন পরেই কংগ্রেসের সর্বোচ্চ পদে রাহুল গান্ধির উত্তরণের সম্ভাবনা নিয়ে দিল্লির রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, গুজরাট ও হিমাচল প্রদেশের নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরেই সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। তবে সর্বোচ্চ পদে রাহুলের উত্তরণ আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও ওই দুই রাজ্যের নির্বাচনের প্রচারে রাহুলের তৎপরতায় স্পষ্ট হয়েছে, তিনিই এখন দলের প্রধান মুখ। বিজেপির আক্রমণও প্রধানত তাঁকে লক্ষ করেই। রাহুলের নেতৃত্বে ওই দুই রাজ্যে ভালো ফল হবে কিনা, তা পরের কথা। তবে গুজরাটে গিয়ে তিনি যে ধারাবাহিক আক্রমণে বিজেপি–কে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু রাজনীতির প্রধান ইশ্যু যখন ধর্মনিরপেক্ষতা এবং কংগ্রেস যখন তার পুরোনো গরিমা ফিরে পায়নি, তখন রাজনীতিতে জোটের গুরুত্বকে কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। ঠিক সেই কথাটাই বলেছেন সীতারাম ইয়েচুরি। তাঁর বক্তব্য, ‘ইউপিএ গড়ার ক্ষেত্রে সোনিয়া গান্ধির ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সেই সময় অটলবিহারী বাজপেয়ীর সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করাই ছিল প্রধান কর্তব্য।’ ইয়েচুরির মতে, জোট গড়তে সোনিয়ার তখনকার ভূমিকা যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এখনও তা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মনে করেন, কংগ্রেস দলের অন্দরে বিভিন্ন চোরাস্রোত সামলে ঐক্য বজায় রাখা এবং একইসঙ্গে সমমনোভাবাপন্ন সব দলকে একজোট রাখতে সোনিয়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য। যে ইউপিএ গড়ার ক্ষেত্রে সোনিয়ার ভূমিকার প্রশংসা করেছেন ইয়েচুরি, সেই ইউপিএ সরকারের উপর থেকেই সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছিল সিপিএম। তখন জ্যোতি বসু বেঁচে ছিলেন। তাঁর পরামর্শ অগ্রাহ্য করেই প্রকাশ কারাত ভারত–মার্কিন পরমাণু চুক্তির ইশ্যুতে ইউপিএ–র উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। এখন মনে করা হয়, কারাতের সেই সিদ্ধান্তে ইউপিএ–র কোনো তাৎক্ষণিক ক্ষতি না হলেও কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে কাছাকাছি এসে গিয়েছিল, যার ফলে ২০১১ সালে শেষ পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকারের পতন হয়।

ইয়েচুরি অবশ্য এইসব অস্বস্তিকর প্রশ্নের জবাব দিতে চান না। এমনকি সোনিয়া গান্ধি ও রাহুলের নেতৃত্বের গুণাবলি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনাতেও তাঁর খুব বেশি আগ্রহ নেই। তবে তিনি যে দু–জনের মধ্যে সোনিয়াকেই এগিয়ে রাখছেন, তাঁর কথায় তার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। প্রথমে ইয়েচুরি এমন প্রশ্নের জবাব ‘কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিষয়’ বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। পরে তিনি বলেছেন, ‘গুজরাটে নির্বাচনি প্রচারে রাহুল একেবারে নীচুতলায় গিয়ে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, কথা বলেছেন, সেটা ভালো কথা। কিন্তু তিনি পুরোপুরি দায়িত্ব পাওয়ার পরই বোঝা যাবে তাঁর ক্ষমতা এবং দায়বদ্ধতা কতটা।’ সেটা যেমন সত্যি কথা, তেমনই আরও সত্যি হল ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধী জোটের নেতা হিসেবে রাহুলের গ্রহণযোগ্যতা। কারণ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লালুপ্রসাদ যাদবের মতো আঞ্চলিক নেতারা যেভাবে সোনিয়াকে মর্যাদা দেন, রাহুলের ক্ষেত্রে তা হয় কিনা সেব্যাপারে অনেকেরই সংশয় রয়েছে।

শশীকলার আত্মীয়দের বাড়িতে আয়কর হানা

উদ্ধার ১৪৩০ কোটি

চেন্নাই, ১৪ নভেম্বর ঃ শশীকলার অনুগত ও আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে হানা দিয়ে ১৪৩০ কোটি টাকা মূল্যের বেনামি সম্পত্তির হদিস পেয়েছে আয়কর দপ্তর। সোমবার এআইএডিএমকে–র বিতর্কিত নেত্রী ভিকে শশীকলা ও তাঁর অনুগত কর্মী এবং আত্মীয়দের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায় আয়কর বিভাগ। খোঁজ মেলে ১৪৩০ কোটি টাকার বেনামি বিনিয়োগের নথিপত্র। এ ছাড়া, বিভিন্ন জায়গা থেকে মিলেছে নগদ ৭ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা এবং ৫ কোটি টাকার গয়না। গত পাঁচ দিন প্রায় ১৮৭টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে বেআইনি সম্পত্তির হদিস পাওয়া গিয়েছে বলে জানান আয়কর দপ্তরের এক আধিকারিক। তিনি বলেন, বিভিন্ন জায়গা থেকে বহুমূল্য হিরের গয়না উদ্ধার হয়েছে। তার মূল্য এখনও জানা যায়নি। বাজেয়াপ্ত হয়েছে ১৬টি ব্যাংক লকার। বেশিরভাগ সম্পত্তির কাগজপত্র মিলেছে শশীকলার আত্মীয় এবং জয়া টিভির সিইও বিবেক জয়রমণ, তাঁর বোন কৃষ্ণপ্রিয়া এবং তাঁদের হিসাব পরীক্ষকের কাছ থেকে। খোঁজ মিলেছে ভুয়ো সংস্থায় বিনিয়োগের নথিও। মান্নারগুড়িতে শশীকলার ভাই ভি দিবাহরণের তৈরি করা মহিলা কলেজ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে নগদ ৫ লক্ষ টাকা। এছাড়া তাঁর মেয়ে রাজমাতঙ্গীর চেন্নাইয়ের বাড়ি থেকে অসংখ্য বিদেশি গাড়ি আমদানির কাগজপত্রের হদিস মিলেছে। পারিবারিক সংস্থা মিডাস ডিস্টিলারিজের অফিস থেকে উদ্ধার হয়েছে নগদ ১৯ লক্ষ টাকা, যার বেশিরভাগই পুরোনো নোটে। গত বছর বিমুদ্রাকরণের সময় মিডাসের নামে প্রচুর নোট পালটে সোনার গয়না কেনা হয় বলে জেনেছেন তদন্তকারীরা। তল্লাশি অভিযান শেষে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে বিবেক জয়রমণ এবং তাঁর জামাইবাবু প্রভুকে।

কাশ্মীরে সেনা–জঙ্গি সংঘর্ষ

শ্রীনগর, ১৪ নভেম্বর ঃ কাশ্মীরে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে এক জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। গুলির লড়াইয়ে শহিদ এক জওয়ানও। ঘটনাটি ঘটেছে কুলগামে। সেনা সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে কুলগামের নওবাগ কুণ্ড এলাকায় তল্লাশির সময় নিরাপত্তা বাহিনীর উপর হামলা চালায় জঙ্গিরা। আহত হন এক জওয়ান। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। সেনার পালটা গুলিতে এক জঙ্গির মৃত্যু হয়। এলাকায় একাধিক জঙ্গি লুকিয়ে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করছে নিরাপত্তা বাহিনী। এদিন সন্ধ্যাতেও সেখানে তল্লাশি চালিয়েছে সেনা। সোমবার গভীর রাতে উত্তর কাশ্মীরের হান্দোয়ারা জেলার একটি পুলিশ চেকপোস্টে হামলা চালায় দুই জঙ্গি। নিরাপত্তাকর্মীদের পালটা গুলিতে তাদের মৃত্যু হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের-বৃহত্তম-সর্বশ্রেষ্ঠ-বিশ্বস্ত
মাত্র ৭৫০/- ও ১২৫০/- টাকায় World Class ঔষধ ও MD ডাক্তার দিয়েও রোগের স্থায়ী সমাধান
প্রথম দিন থেকে কাজ শুরু ।
সহবাসে অক্ষমতা শীঘ্রপতন
স্বপ্নদোষ, ধাতুপাতলা, ক্ষুদ্র লিঙ্গ
১০০% গ্যারান্টি সুচিকিৎসা
৭৫ বছরেও ভরপুর যৌবনের শক্তি-সেই আগের মতো
Foreign Developer লিঙ্গবর্ধক যন্ত্র ব্যবহারে লিঙ্গ 6" -11"* লম্বা, মোটা শক্তিশালী ও দৃঢ় হয়। সেক্স টাইম 30-50 মিনিট বাড়ে। তেল ফ্রি*
আস্থা আয়ুর্বেদ™
শিলিগুড়ি জংশনের বিপরীতে, দিল্লী হোটেলের পাশে
9564639095, 0353-2510099

উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত ক্লিনিক
অতি অল্প খরচে MD ডাক্তার দিয়েও ১০০% গ্যারান্টি সুচিকিৎসা ।
সহবাসে অক্ষমতা, শীঘ্রপতন, ক্ষুদ্রলিঙ্গ, লিঙ্গশিথিলতা, ধাতুপাতলা, স্বপ্নদোষ, বন্ধ্যাত্ব, শুক্রাণুস্বল্পতা ও অন্যান্য রোগ।
৭০ বছরেও ভরপুর যৌবনের শক্তি-সেই আগের মতো।
ঘরে বসে ঔষধ ও যন্ত্র নিন সঙ্গে লিঙ্গ বর্ধক তেল ফ্রি
Ph. : 96149-93303
দেজ হারবাল®
শিলিগুড়ি পানিট্যাঙ্কি মোড়, সেভক রোড Ph.: 98003-57358

রাজনৈতিক অনুদানে ছাড় আধার

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর ঃ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, মোবাইল নম্বরের সঙ্গে আধার যোগ বাধ্যতামূলক করেছে কেন্দ্র। বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনেও আধার নম্বর না দিলে সমস্যা। কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম রাজনৈতিক অনুদান। কোনো রাজনৈতিক নেতানেত্রী বা রাজনৈতিক দল যদি অনুদান নিতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে আধার কার্ড একেবারেই বাধ্যতামূলক নয়। ফলে কে টাকা দিচ্ছেন তা অজানাই থেকে যায়। রাজনৈতিক অনুদানের ক্ষেত্রে এই ‘ধোঁয়াশা’ নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে। এমনিতেই রাজনৈতিক দলগুলিকে কারা অনুদান দেয় আর কারা হাত পেতে সেই টাকা নেয় তার কোনোরকম অডিট হয় না। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি গত বাজেটে নগদে রাজনৈতিক অনুদানের সীমা ২০ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে দু–হাজার টাকায় বেঁধে দেন। ইলেক্টোরাল বন্ডের বিষয়টি নিয়েও তোড়জোড় শুরু করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। রাজনৈতিক অনুদানের ক্ষেত্রে আধারকে বাধ্যতামূলক না করার পক্ষে গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর পারিকারের যুক্তি, ‘যে দলকে চাঁদা দেওয়া হবে সেই দলের বিরোধীরা সংশ্লিষ্ট দাতার বিরুদ্ধে পরে ব্যবস্থা নিতে পারে। ছোটোখাটো অনুদানে আধার থাকল কি না তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু বড়ো অনুদানের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে পারে।’ কী সেই সমস্যা? পারিকারের মন্তব্য, ‘যদি মসনদে বিরোধী দল আসে তাহলে পূর্বতন শাসক দলকে যারা টাকা দিয়েছিল তাদের নিশানা করতে পারে নতুন সরকার।’ প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর এই যুক্তি উড়িয়ে প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী যশবন্ত সিনহার কটাক্ষ, ‘যে সরকারই ক্ষমতা আসুক না কেন, তারা ঠিকই জানতে পারে কে কাকে কত টাকা দিয়েছে। এই তথ্য জানতে পারে না শুধুমাত্র আমজনতা।’

বিচারপতিদের দুর্নীতি

সিট তদন্তের দাবি খারিজ

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর ঃ বিচারপতিদের বিরুদ্ধে ঘুস নেওয়ার অভিযোগের তদন্তে যে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠনের দাবি তোলা হয়েছিল, তা আজ খারিজ করে দিল সুপ্রিমকোর্ট। বিচারপতি অরুণ মিশ্র, বিচারপতি আরকে আগরওয়াল এবং বিচারপতি এএম খানউইলকারের বেঞ্চ মঙ্গলবার আবেদনকারী ক্যাম্পেন ফর জুডিশিয়াল অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যান্ড রিফর্মস (সিজার) এবং আইনজীবী কামিনী জয়সওয়ালকে তিরস্কার করে সুপ্রিমকোর্ট বলে, ‘মেডিকেল কলেজ দুর্নীতি নিয়ে আপনাদের আচরণ এবং প্রচেষ্টা অত্যন্ত অবমাননাকর এবং অনৈতিক। বিচারবিভাগের মতো প্রতিষ্ঠানের ভালোর জন্য হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করুন।’ তবে একইসঙ্গে বিচারপতিরাও যে আইনের ঊর্ধ্বে নন সেকথাও জানিয়ে দেয় শীর্ষ আদালত। বিচারপতি অরুণ মিশ্র বলেন, ‘প্রসাদ এডুকেশন ট্রাস্টের বিরুদ্ধে সিবিআই যে এফআইআর দায়ের করেছে সেখানে কোনো বিচারপতির নামোল্লেখ নেই।’ গত ১০ তারিখ সংবিধান বেঞ্চ জানায়, সুপ্রিমকোর্টে বিচারপতিদের বেঞ্চ গঠন করার ব্যাপারে প্রধান বিচারপতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এ প্রসঙ্গে এদিন বিচারপতিরা জানান, এফআইআর খতিয়ে না দেখে দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করেছেন আইনজীবীরা।

আরাকু ভ্যালিতে হট এয়ার বেলুন শোয়ে সেলফি সেশন। – পিটিআই

পুলিশের পক্ষে সাফাই খাট্টারের

প্রদ্যুম্ন হত্যাকাণ্ড

গুরুগ্রাম, ১৪ নভেম্বর ঃ রায়ান ইনটারন্যাশনাল স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র প্রদ্যুম্ন ঠাকুর হত্যাকাণ্ডে পুলিশি তদন্তের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও হরিয়ানা সরকার রাজ্য পুলিশের পাশেই দাঁড়িয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার বলেছেন, ‘পুলিশ ঠিক পথেই এগোচ্ছিল। সিবিআইয়ের হাতে তদন্তের ভার না গেলে পুলিশ সঠিক তথ্যই তুলে ধরত।’ সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ‘পুলিশের ব্যর্থতা কোথায় ? এখনও পর্যন্ত তো চার্জশিটই দেওয়া হয়নি।’ প্রদ্যুম্ন খুনের ঘটনায় স্কুলের বাস কনডাক্টরকে চাপ দিয়ে হত্যার দায়ভার নিতে সিট বাধ্য করেছিল বলে অভিযোগ ওঠে। সিসিটিভির ফুটেজ পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখা হয়নি, হরিয়ানা পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল সিট সম্পর্কে এমনই অভিযোগ শোনা গিয়েছে। সিবিআইয়ের হাতে তদন্তের ভার যাওয়ার পর কিন্তু অন্য ছবি উঠে এসেছে। বিভিন্ন তথ্য, একাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ ও সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাটি জানিয়েছিল স্কুলেরই এক ছাত্র প্রদ্যুম্ন খুনে জড়িত। বাস কনডাক্টরের কোনো দোষ নেই। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাটি এই তথ্য প্রকাশের পরই সিটের তদন্ত নিয়ে সমালোচনা সামলাতে খাট্টারের মন্তব্য, ‘সিবিআই যা করেছে তদন্তের কাজে থাকলে সিটও তাই করত।’ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ‘নিহতের পরিবার ও সংবাদমাধ্যমের চাপেই সরকার সিবিআইকে তদন্তের দায়িত্ব দেয়।’ সরকার চায় প্রকৃত দোষী শাস্তি পাক, জানিয়েছেন তিনি।

হার্দিকের ‘সেক্স ভিডিয়ো’ ভাইরাল

আমেদাবাদ, ১৪ নভেম্বর ঃ ফের বিতর্কে জড়ালেন পতিদার আন্দোলনের নেতা হার্দিক প্যাটেল। তাঁকে নিয়ে দুটি সেক্স ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এই ভিডিয়োকে হাতিয়ার করে বিজেপি প্রচারে নেমেছে। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুখ মান্দাভিয়া বলেছেন, হার্দিকের ভিডিয়ো নিয়ে বিজেপি–র কিছু বলার নেই। তবে হার্দিক প্যাটেলের কাজ প্রমাণ করবে যে গুজরাটের পতিদার সমাজের সঙ্গে তিনি বেইমানি করেছেন এবং তাঁদের ভুল পথে চালিত করছেন। উল্লেখ্য, সেক্স ভিডিয়োটি ভাইরাল হওয়ার পর হার্দিক বলেন, এটি বিজেপি–র পূর্বপরিকল্পিত। তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্যই বিজেপি এমন ভিডিয়ো প্রকাশ করেছে। হার্দিক দাবি করেন, কিছুদিন আগেই তিনি তাঁর সমর্থকদের বলেছিলেন যে বিজেপি তাঁর বদনাম করার জন্য একটি সিডি প্রকাশ করতে পারে। সুতরাং এটি তাঁর কাছে নতুন নয়। অন্যদিকে, প্যাটেল সমাজের আরও এক নেতা এবং হার্দিকের প্রতিদ্বন্দ্বী অশ্বীন প্যাটেল মন্তব্য করেন যে এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়। হার্দিক এইভাবে অনেক মহিলাকেই ব্যবহার করেছেন। তিনি জানান, ‘২০১৫ সালে হার্দিক আমার কাছে এসেছিল একজন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে। তখন আমি দিল্লিতে। সেইসময় ওই মহিলাকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছিলেন হার্দিক। তাঁকে নিয়ে মানালি বেড়াতে গিয়েছিলেন তিনি। এই সবকিছুরই ভিডিয়ো ক্লিপিং আমার কাছে আছে বলে দাবি করেন অশ্বীন।’

গুজরাট নির্বাচন

ডিসেম্বরেই সভাপতি হতে পারেন রাহুল

নয়াদিল্লি ও আমেদাবাদ, ১৪ নভেম্বর ঃ ৯ ডিসেম্বর গুজরাট নির্বাচনের আগে রাহুল গান্ধিকে দলের সভাপতি পদে বসাতে পারেন সোনিয়া গান্ধি। কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯ নভেম্বর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির শততম জন্মদিবস জাঁকজমক করে পালন করবে কংগ্রেস। তারপরই দলের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডাকবেন তিনি। এই বৈঠকেই রাহুলকে সভাপতি পদে বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে কংগ্রেসের শীর্ষ মহল সূত্রে জানা গিয়েছে। রাহুল গান্ধিও তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছেন, গুজরাট নির্বাচনের আগেই তিনি দলের দায়িত্ব নিতে পারেন। এদিকে, তিনদিন ব্যাপী মন্দির দর্শন যাত্রার শেষ দিনে কংগ্রেস সহসভাপতি রাহুল গান্ধি গুজরাটের পাটানে শিবমন্দিরে পুজো দিয়ে বললেন, ‘আমি শিবের ভক্ত।’ কংগ্রেস এবারের গুজরাট নির্বাচনে হিন্দু ভোট টানার জন্য রাজ্যব্যাপী রাহুল গান্ধিকে দিয়ে মন্দির দর্শন যাত্রা করিয়েছে। তিনদিনের এই দর্শন যাত্রায় রাহুল গুজরাটের আম্বাজি মন্দির, অক্ষরধাম মন্দির সহ প্রায় সবকটি বিখ্যাত মন্দির দর্শন করেছেন। রাহুলের এই মন্দির দর্শন যাত্রাকে কটাক্ষ করে রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপির জাতীয় সম্পাদক ভূপেন্দর যাদব বলেন, ‘ভোটের স্বার্থে কংগ্রেস সহসভাপতি নব হিন্দুত্বের পথ নিয়েছেন। এটা ‘নির্বাচনি চমক’ ছাড়া আর কিছুই নয়।’ কংগ্রেসের অন্যতম মুখপাত্র টম ভারাক্কাম বিজেপির এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, ‘আমাদের দল কোনোরকম মুখোশের রাজনীতি করে না। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মুখোশের রাজনীতি চালু করেছেন। তিনি মুখে যা বলেন, কাজে তা করেন না।’

পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হার ৩.৫৯ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর ঃ ফের বাড়ছে মূল্যবৃদ্ধির হার। অক্টোবর মাসে পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হার পৌঁছোল ৩.৫৯ শতাংশে, যা গত ছয় মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। সেপ্টেম্বরে এই হার ছিল ২.৬০ শতাংশ। খাদ্যসামগ্রী এবং জ্বালানির দাম বাড়ার ফলেই মুদ্রাস্ফীতির হার বেড়েছে। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে তেলের দাম কমার সম্ভাবনা নেই বললেও চলে। পাশাপাশি বাজারে রবিশস্য না এলে খাদ্যশস্যের দাম কমার আশু সম্ভাবনা নেই। বিশেষজ্ঞদের দাবি, মূল্যবৃদ্ধির হার এখন ঊর্ধ্বগামীই থাকবে। মূল্যবৃদ্ধির হার না কমলে রিজার্ভ ব্যাংকের পরবর্তী ঋণনীতিতে সুদের হার কমার আশা নেই বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

অতৃপ্ত দাম্পত্য ... হতাশা
যৌন অক্ষমতা দাম্পত্য জীবনে এক চরম বাধা
যৌন সমস্যা লিঙ্গ শিথিলতা সহবাসে অক্ষমতা শীঘ্রপতন
স্বল্প খরচে, অল্প সময়ে অত্যাধুনিক উপায়ে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করা হয়।
এছাড়াও পাইলস, ফিসচুলা, বন্ধ্যাত্ব, গ্যাস্ট্রিক, ব্রন, বাত, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, শ্বেতী, সোরাইসিস, চুলপরা ও মহিলাদের স্রাবজনিত সমস্যায় পূর্ন আরোগ্যের নিশ্চয়তা
হতাশাগ্রস্ত না হয়ে আসুন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত হারবাল চিকিৎসা কেন্দ্রে
কস্তুরী হারবাল
AN ISO - 9001-2008 মানকপ্রাপ্ত হারবাল চিকিৎসা কেন্দ্র
Super Speciality Herbal Treatment Centre
(সঠিক নাম এবং সাইন বোর্ড দেখে আসবেন) আসার আগে ফোনে অবশ্যই যোগাযোগ করে আসবেন।
কোচবিহার কেশব রোড, (ম্যাক্সি-ট্যাক্সি মিনি বাস ট্যান্ডের বিপরীতে)
ফোন : 78650-86419
প্রত্যহ সকাল ৯ টা - রাত ৮ টা পর্যন্ত খোলা

ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

হেড অফিস ঃ ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা–৭০০০০১
উত্তরবঙ্গ রিজিওনাল অফিস হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১
রেফা. নংঃ এনবিআরও/সারফেইজি/ /২০১৭ তারিখ ঃ ০৮–১১–২০১৭

দখল নোটিশ

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪)–এর অধীনে **ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হওয়ার সুবাদে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩ সহযোগে পঠিত সেকশন ১৩(১২)–এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত নোটিশ গ্রহণের ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উক্ত টা. ২৬,১২,৩৯৩.০০ (কথায় ছাব্বিশ লক্ষ বারো হাজার তিনশো তিরানব্বই) অর্থ পরিমাণ যৌথভাবে এবং আলাদাভাবে পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতা শ্রী সঞ্জয় ঘোষ রায় সম্পত্তি/এম/এস নূপুর এন্টারপ্রাইজ এবং সেইসঙ্গে গ্যারান্টর শ্রীমতী রঞ্জিতা দাশগুপ্তকে ডাক পাঠিয়ে ০১.০৭.২০১৭ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন।

ঋণগ্রহীতা অর্থপরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা ও গ্যারান্টরদের, আলাদাভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসের এই ৮ম দিবসে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ সহযোগে পঠিত উক্ত আইনের সেকশন ১৩–এর সাব–সেকশন (৪)–এর অধীনে তার ওপর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এস্থলে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

রক্ষিত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য, উপলব্ধ সময়ানুক্রমে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩–এর সাব–সেকশন (৮)–এর বিধান সমূহের ওপর ঋণগ্রহীতার নজর আহ্বান করা হচ্ছে।

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা ও গ্যারান্টরকে বিশেষভাবে এবং জনসাধারণকে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তি/সম্পত্তিগুলির যেকোনো লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তি/সম্পত্তিগুলির যেকোনো লেনদেন টা. ২৬,১২,৩৯৩.০০ এবং তদুপরি সুদের জন্য ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, মহাবীরস্থান ব্রাঞ্চের চার্জসাপেক্ষ হবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

প্রফুল্ল চাকী সরণি, দেশবন্ধুপাড়ায় অবস্থিত দ্বিতল আবাসিক বিল্ডিং এবং ২ কাঠা পরিমাপের জমির সমস্ত অংশ ও ভাগ, পো.অ. শিলিগুড়ি, থানাঃ শিলিগুড়ি, জেলাঃ দার্জিলিং, মৌজাঃ শিলিগুড়ির অধীন, খতিয়ান নংঃ ৩৪৮৮, জে.এল নংঃ ১১০(৮৮), তৌজি নং ঃ ৩(জ), দাগ নং ঃ ৫৯৮২, বই নং ঃ I, ভলিউম নং ঃ ৪৬, পৃষ্ঠা ১৮৩–১৯০–এ লিখিত, শ্রীমতী রঞ্জিতা দাশগুপ্ত, স্বামী কুশল দাশগুপ্ত–র নামে নথিভুক্ত, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস শিলিগুড়ি, জেলাঃ দার্জিলিং–এ ২১.০৫.১৯৯৩–এ পাঠ্য সেল ডীড নং ঃ I–৩৩৭১–এ যথাযথভাবে নথিভুক্ত।

সীমানা ঃ উত্তরে মি. জগদীশ চন্দর জমি,
দক্ষিণে ৮ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ, পূর্বে মি. রানা বোসের জমি,
পশ্চিমে মি. রানা বোসের জমি
তারিখ ঃ ০৮.১১.২০১৭
স্থান ঃ শিলিগুড়ি

স্বাঃ অনুমোদিত আধিকারিক
(ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া)

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, SILIGURI

Present Address : PCM Tower Building, 2nd Floor, 2nd Mile,
Sevoke Road, Siliguri-734001

SUMMONS/NOTICE

T.O.A NO.: 352 of 17
Arising out of O.A. NO. 281 of 14

BANK OF INDIA
---- APPLICANT
VERSUS
SHRI INDRAJIT CHAKRABORTY
---- RESPONDENTS

To,
SHRI INDRAJIT CHAKRABORTY
S/o Late Ramesh Chakraborty,
Suryasen Colony, Pradhan Nagar
Siliguri, Dist. Darjeeling
Pin-734403

WHEREAS the instant application bearing OA NO. 281 of 2014 between the parties above named was registered under Debts Recovery Tribunal-II, Kolkata under Section 19 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act. 1993.

AND WHEREAS the said OA NO. 281 of 2014 has been transferred and renumbered in this Tribunal as TOA No. 352 of 2017 due to change in jurisdiction from DRT-2, Kolkata to DRT, Siliguri.

You are, hereby directed to appear in person or through duly empowered legal practitioner or through duly authorized officer for further proceeding. Hearing of the case on 21.11.17 at 10.30 'O' clock or immediately thereafter, before the Tribunal/Registrar.

TAKE NOTICE that in default of your apprearance on the date aforementioned, the Application will be heard and decided in your absence.

Give Under My Hand And Seal of the Tribunal the 9th Day of Nov. 2017.

Sd/- Asst. Registrar
Debts Recovery Tribunal, Siliguri